গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সিআরভিএস অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির ষষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভার তারিখ	:	২৮ জানুয়ারি ২০২১
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	অনলাইন সভা (Zoom)।

অনলাইন সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমন্বিত সিআরভিএস কার্যকর হবে মর্মে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের সমন্বয়কে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে সকলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার কে অনুরোধ করেন।

০২। আলোচ্য বিষয়-১: বিগত সভার কার্যবিবরণ দৃঢ়করণ।

পঞ্চম সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংযোজন বা পরিমার্জন থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণের নিকট আহবান করা হয়। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন পরিমার্জনের প্রয়োজন নেই মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ জানান।

সিদ্ধান্ত: ২.১। সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির পঞ্চম সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ অভিমত প্রকাশ করায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হলো।

০৩। আলোচ্য বিষয়-২: বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি।

সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
১।	০৯.২। UNESCAP এ উপস্থাপনের নিমিত্ত Regional Action Framework (RAF) on CRVS এর রিপোর্ট সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধন পূর্বক প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে UNESCAP বরাবর Regional Action Framework on CRVS এর রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	০৯.৩। Regional Action Framework on CRVS এর রিপোর্টে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত বাস্তবতার নিরিখে টার্গেট পুনঃনির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সে সকল টার্গেট অর্জনে তাদের নিজ নিজ action plan মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবেন।	আইন ও বিচার বিভাগ ব্যতিত সকল বিভাগ থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
৩।	০৯.৪। সিআরভিএস প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে এ অর্থবছরেই অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প ডকুমেন্টে সিআরভিএস এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের বিষয় গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।	সিআরভিএস প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের টিএপিপি প্রণয়নপূর্বক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি।
৪।	০৯.৫। সিআরভিএস বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য প্রচলিত আইনের উপর সিআরভিএস সংক্রান্ত বিষয়ের প্রাধান্য আনয়নের নিমিত্ত "সিআরভিএস আইন" প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত আইনের খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা।	গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সিআরভিএস আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৫।	০৯.৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'নাগরিকের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো' (Citizen Core Data Structure – CCDS) এর তৃতীয় ভার্সন প্রজ্ঞাপন আকারে জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে CCDS এর তৃতীয় ভার্সন প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
৬।	০৯.৭। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়কে আরো কার্যকর করার পাশাপাশি BDRIS upgradation কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত ভেন্ডর REVE System LTD. কে উক্ত কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে মর্মে ২৯২ নম্বর স্মারক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে।
৭।	০৯.৮। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং জেলাপ্রশাসকসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ২৪৭ নম্বর স্মারকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	০৯.৮ বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণকর্মীগণের সহযোগিতা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-০১ শাখার ০১-০৭-২০১৪ তারিখের পরিপত্র সারাদেশে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নে জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উক্ত পরিপত্র বাস্তবায়নের বিষয়ে পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকেও উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৯।	০৯.৯। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জনগণকে যে ওয়ারিশ সনদ প্রদান করে থাকেন সেটি প্রাপ্তির জন্য অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধন এর বিষয়টি বাধ্য করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবে।	বর্ণিত বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পক্ষ থেকে সকল জেলা প্রশাসকগণে পত্র দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
১০।	০৯.১০। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যে কোন প্রকার নিবন্ধন বন্ধের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বর্ণিত বিষয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তবে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, এবং মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
১১।	০৯.১১। সিআরভিএস সচিবালয়ের অর্গানোগ্রাম কার্যপরিধি এবং পদ সৃজনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	সিআরভিএস সচিবালয়ের অর্গানোগ্রাম, কার্যপরিধি প্রস্তুত করা হয়েছে।
১২।	০৯.১২। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত আইসিডি কোডারের ১১০টি পদ সৃজন সংক্রান্ত প্রস্তাবের সম্মতি প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সর্বশেষ আইসিডি কোডার পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগ বিধিতে পদোন্নতির যে শর্ত প্রস্তাব করা হয়েছে তা অসঙ্গতি পূর্ণ (১১ নং গ্রেডভুক্ত পরিসংখ্যানবিদ পদে ৫ বছর চাকুরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পদ হতে ১১ নং গ্রেডভুক্ত পরিসংখ্যান কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি) এ বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে সংশোধিত নিয়োগ বিধি সম্বলিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থকে ০৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কে জানানো হয়।

- **সিদ্ধান্ত: ৩.১।** জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জরুরি ভিত্তিতে পত্র প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: ৩.২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় বাস্তবানাধীন সিআরভিএস প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের সমাপ্তির পূর্বে সিআরভিএস প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের প্রকল্প ডকুমেন্টে (টিএপিপি/ডিপিপি) তৈরি এবং অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: ৩.৩। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণকে যে ওয়ারিশ সনদ প্রদান করে থাকেন সেটি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের সাথে অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধন সনদটি বাধ্যতামুলক করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।

০৪। আলোচ্য বিষয়-৩: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনা।

বাংলাদেশে সিআরভিএস বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bloomberg Philanthropies-Data for Health Initiative- এর সহযোগিতায় প্রণীত সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআরভিএস বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট আইনের অসংগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটির সভায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ এর নিম্নরূপ সংশোধনীসমূহ আনয়নের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআরভিএস এন্ড বিয়োন্ড (CRVS$^{+\cdots}$) বাস্তবায়ন নির্দেশনা, ২০১৯ অনুসারে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে integration এবং interoperability স্থাপন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টরূপে এককভাবে চিহ্নিতকরণের (identification) জন্য জন্ম নিবন্ধনের সময়ই ইউআইডি ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ ইউআইডি শুরু হবে জন্ম নিবন্ধন হতে এবং শেষ হবে মৃত্যু নিবন্ধনের মাধ্যমে। উক্ত সমন্বিত সিআরভিএস ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য জন্ম ও মৃত্যু সনদে ইউনিক আইডি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য হাসপাতালে জন্ম গ্রহণকারী শিশুর জন্ম সনদ জন্মের পরপর হাসপাতাল থেকে প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অথবা সরকার কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধিকে হাসপাতালে নিবন্ধক হিসাবে ঘোষণার বিষয়টি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালাতে সংযোজনের প্রয়োজন রয়েছে।

United Nations এর ২০১৪ সালে প্রকাশিত "Principles and Recommendations for Vital Statistic System" অনুসারে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স তৈরির জন্য জন্মের সময় Birth attendant এর উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য, শিশুর ওজন, মায়ের বয়স, জন্মের স্থান জন্ম নিবন্ধন ফর্মে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া ও জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, মৌজা/মহল্লা, গ্রাম/পাড়া সংক্রান্ত বিবিএস এর detail Geo-code জন্ম নিবন্ধন ফর্মে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালাতে সংযোজন করা প্রয়োজন।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য জন্ম ও মৃত্যু পরবর্তী নিবন্ধনের সময়ের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরিমানে ফি ধার্য করা আছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে আরো আগ্রহ তৈরি এবং সার্বজনিন নিবন্ধনের জন্য ধার্যকৃত সামান্য ফি বাতিল করার প্রয়োজন রয়েছে যা আন্তর্জাতিক ভাবে বিভিন্ন দেশ অনুসরণ করছে।

তাছাড়াও বর্তমান ঠিকানায় জন্ম- মৃত্যু নিবন্ধনের বিধান সংযোজন, মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরমে উল্লিখিত "মৃত্যুর কারণ (তথ্য দাতার মতে)"- অংশটি রহিতকরণ, নাগরিক নিবন্ধনের সকল তথ্য গোপনীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালার সংশোধন প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: ৪.১। সভায় আলোচ্য সংশোধনীসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নিতকরণের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় আগামী দুই মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৫। আলোচ্য বিষয়-০৪: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত আলোচনা।

রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের সর্বমোট ৫০৮৫টি নিবন্ধক অফিসে অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম Birth Registration and Information System (BRIS) এর মাধ্যমে চলমান ছিল। ২০২০ সাল থেকে সারা দেশে নতুন অনলাইন সিস্টেম Birth and Death Registration Information System (BDRIS) এর মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সামগ্রিক কার্যক্রম ইউনিক আইডি ব্যবহার করে BDRIS এর মাধ্যমে সারাদেশে অতিদ্রুত সম্প্রসারণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পুরাতন BRIS এর ডাটা Deduplication এর মাধ্যমে নতুন BDRIS এ স্থানান্তর সম্পন্ন করার বিষয়ে ও সভায় আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ৫.১। ইউনিক আইডি ব্যবহার করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সামগ্রিক কার্যক্রম BDRIS এর মাধ্যমে সারাদেশে আগামী মার্চ ২০২১ এর মধ্যে সম্প্রসারণের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.২। পুরাতন BRIS এর ডাটা Deduplication এর মাধ্যমে নতুন BDRIS এ স্থানান্তর এবং BDRIS এর Software Open Source হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে আগামী পনের দিনের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.৩। মৃত্যু সনদের দুইটি ভাগ করতে হবে একটি ভাগ হবে 'সাধারণ পার্ট' এবং আরেকটি ভাগ হবে 'প্রিভিলেজ পার্ট'। মৃত্যু সনদের প্রিভিলেজ পার্ট এ DHIS2 থেকে MCCD এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করতে হবে যা মৃত ব্যাক্তির নিকট আত্নীয় ছাড়া অন্য কেউ প্রকাশ করতে পারবে না।

০৬। আলোচ্যবিষয়-০৫: সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট অসাম্য মূল্যায়ন (Inequality Assessment)।

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের সিআরভিএস সংক্রান্ত কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করে থাকে জাতিসংঘের অন্যতম একটি সংস্থা Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (ESCAP)। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন সিআরভিএস দশকের আঞ্চলিক কর্ম-কাঠামোতে

Regional Action Framework (RAF) এ বর্ণিত ৮টি বাস্তবায়ন পদক্ষেপের অন্যতম সিআরভিএস-সংশ্লিষ্ট অসাম্য মূল্যায়ন (Inequality Assessment Related to CRVS)। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে সত্যিকার অর্থে সার্বজনীন এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক (inclusive) করার জন্য এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের 'মিনিস্টারিয়েল ডিক্লারেশনে' দুর্গম্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের সুযোগের কোন অসমতা থাকলে তা নিরসনের আহবান জানানো হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ২০১৯ সালে RAF বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত মধ্যবর্তী প্রতিবেদনে সিআরভিএস-সংশ্লিষ্ট অসাম্য মূল্যায়নের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে আহবায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিনিধিসহ একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি UNESCAP কে প্রদত্ত বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য RAF বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনার পূর্বে সিআরভিএস-সংশ্লিষ্ট অসাম্য মূল্যায়নের সুপারিশ করেছে। যোগাযোগের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এলাকা এবং নারীর মৃত্যু নিবন্ধনের নিম্ন হার- এই দুইটি ক্ষেত্রে এই মূল্যায়ন পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে কমিটি প্রস্তাব করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ভাইটাল স্ট্র্যাটিজিস এই গবেষণায় কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে পারে কিংবা সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এই গবেষণা পরিচালিত হতে পারে মর্মেও কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেছে।

সিদ্ধান্ত: ৬.১। সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির পরামর্শ অনুসারে আন্তর্জাতিক সংস্থা ভাইটাল স্ট্র্যাটিজিস এর সহায়তায় সিআরভিএস-সংশ্লিষ্ট অসাম্য মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণার খসড়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

০৭। আলোচ্য বিষয়-০৬: শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সিআরভিএস (সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল ষ্ট্যাটিসটিকস) একটি একক আইডি-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্টুডেন্ট এর জীবন-প্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকারে সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে সরকারের সকল সেবা নিশ্চিত করার জন্য "প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন" সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এবতেদায়ী পর্যায়ে ১ম-৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীসহ সকল ধরণের বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণির ২ কোটি ৮৭ লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থী প্রোফাইল প্রস্তুত করা এবং একক আইডি প্রদান করা হবে। যাতে একজন শিক্ষার্থীর সকল তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে এবং যার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সকল সেবা (যেমন: বই সরবরাহ, ভর্তি, বৃত্তি ইত্যাদি) প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি ০১ মার্চ ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ব্যানবেইস "এস্টাব্লিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (IEIMS)" সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি এর স্টুডেন্ট প্রোফাইল প্রণয়ন এবং অনলাইন ডাটাবেইজ স্থাপন করবে। যেখানে প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রাপ্ত ইউনিক আইডি ব্যবহার করে স্টুডেন্ট এর সকল প্রকার ডিজিটাল সেবা প্রদান করা যাবে। প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ৭.১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইস কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়নের কাজ স্ব স্ব প্রকল্পের সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়নের বিষয়ে সিআরভিএস সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে উক্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে।

০৮। আলোচ্য বিষয়-০৭: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর সাথে জড়িত সিআরভিএস এর বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্বাবধানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আইসিডি কোড অনুযায়ী হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত International form of Medical Certification of Cause of Death (IMCCD) পদ্ধতির কার্যক্রম বিভিন্ন হাসপাতালে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে উক্ত প্রকল্প চালুর পর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাবে 'No cause

of death' ডাটা গ্রুপ থেকে Cause of death' ডাটা গ্রুপ এ উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে একশত দশটি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের প্রায় বারো হাজার চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মৃত প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ আইসিডি কোড অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে। যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিএইচআইএস-২ সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্ণিত সিআরভিএস প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়া নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ (Cause of death) আন্তর্জাতিক মানের Verbal Autopsy (VA) এর মাধ্যমে নির্ণয় সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত VA এর মাধ্যমে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়া নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণকারী ২৮ (আটাশ হাজার) মানুষের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তররের electronic Management Information System (eMIS) এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য কর্মীরা মায়েদের গর্ভপূর্ববর্তী এবং গর্ভপরবর্তী সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ও লিপিবদ্ধ করেন যেখানে সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর তথ্য ও লিপিবদ্ধ থাকে। একটি শিশু জন্মের সর্বোচ্চ দুইমাসের মধ্যে তার তথ্য eMIS এ লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্ণিত eMIS এ সংরক্ষিত শিশুর জন্মের ঘটনার নোটিফিকেশন লিপিবদ্ধ করার সাথে সাথে BDRIS এ প্রেরণ করা হলে আইন অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত শিশুদের জন্ম নিবন্ধন করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত: ৮.১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম হিসাবে Medical Certification of Cause of Death (MCCD) সারাদেশের সকল হাসপাতালে চালু করতে হবে এবং Verbal Autopsy (VA) এর কার্যক্রম বিবিএস এর Sample Size অনুসারে সারাদেশে সম্প্রসারণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: ৮.২। সারাদেশে Extended Program on Immunization (EPI) এর ডিজিটাল কার্যক্রমকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সাথে Integration এর বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৮.৩। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের electronic Management Information System (eMIS) এর সংরক্ষিত শিশুর জন্মের তথ্যের সাথে BDRIS এর তথ্যের দ্রুত Integration স্থাপনের বিষয়ে মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৯। আলোচ্য বিষয়-০৮: আইন ও বিচার বিভাগের সাথে জড়িত সিআরভিএস এর বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা।

আইন ও বিচার বিভাগ থেকে "সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স: বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন" সংক্রন্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবটি (ডিপিপি) অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হলে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা করে তা আইন ও বিচার বিভাগে পুনরায় ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ৯.১। বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রন্ত উন্নয়ন প্রকল্পটি অতি দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৯.২। বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরির পূর্বেই সিভিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অন্যান্য উপাদান বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং ব্যনবেইসের তথ্যের সাথে Integration স্থাপনের বিষয়টি আইন ও বিচার বিভাগ নিশ্চিত করবে।

১০। আলোচ্য বিষয়-০৯: বিবিধ:

UNESCAP ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত Ministerial Conference on CRVS-এ ২০১৫-২০২৪ মেয়াদকে সিআরভিএস দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সেখানে সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সুশাসন, স্বাস্থ্য ও

পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি Regional Action Framework (RAF) গৃহীত হয়। সিআরভিএস সংক্রান্ত উক্ত RAF বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য ২০২১ সালের ১৬-১৯ নভেম্বর মাসে একটি Ministerial Conference অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত Ministerial Conference এ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্তৃক মধ্যমেয়াদি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে UNESCAP বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন এবং ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট টার্গেট অর্জনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১০.১। UNESCAP এর RAF প্রতিবেদনে প্রতিশ্রুত জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন এবং ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স সংক্রান্ত টার্গেট অর্জনের বিষয়টি সিআরভিএস সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কমিটির সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

সিদ্ধান্ত: ১০.২। সিআরভিএস সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সকল দপ্তর/সংস্থা তাদের প্রকল্পের ওয়ার্ক প্ল্যান এবং ফাইন্যানসিয়াল প্ল্যান আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে। উক্ত ওয়ার্ক প্ল্যান এবং ফাইন্যানসিয়াল প্ল্যান সিআরভিএস সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কমিটির সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

১১। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব